44

দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 6 SEP 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ঢাকা ভার্সিটি ভিসি নির্বাচন ঃ নীল প্যানেল বিপুল ভোটে জয়ী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্যানেল নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল প্যানেলের প্রার্থিগণ বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন।

বুধবার সিনেটের বিশেষ অধিবেশনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল ও বিএনপি সমর্থিত সাদা প্যানেল অংশগ্রহণ করে। মোট ৮৮ জন সিনেট সদস্যের মধ্যে ৮২ জন ভোট দেন।

নীল প্যানেলের তিনজন শিক্ষক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী, প্রফেসর এটিএম জহুরুল হক ও প্রফেসর শাহাদাত আলী নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী সর্বোচ্চ ৬০ ভোট পেয়েছেন। এই প্যানেলের অন্য দু'জন শিক্ষক প্রফেসর এ টি এম জহুরুল হক ৪৫ ভোট এবং প্রফেসর শাহাদাত আলী ৪১ ভোট পান।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি ভিসি নির্বাচন ঃ নীল প্যানেল বিপুল ভোটে জয়ী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে সাদা প্যানেল মনোনীত শিক্ষকগণ যথাক্রমে প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ ২৫, প্রফেসর সুলতান হোসেন ২৫ এবং প্রফেসর মাহমুদুল আমিন ২৩ ভোট পেয়েছেন।

চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত ভিসি প্যানেলের তিনজন শিক্ষকের মধ্য থেকে একজনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে ৪ বছরের জন্য নিয়োগ দেবেন। এখন যে কোন সময় যে কোন দিন চ্যান্সেলর এই নিয়োগ দিতে পারেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর শহীদ উদ্দীন আহমদকে এক মাসের জন্য নিয়োগ করা হলেও চ্যান্সেলর নিয়োগপত্রে লিখেছেন, ভিসি প্যানেল নির্বাচনের পর নতুন ভিসি নিয়োগ পেলে তিনি যে কোন দিন তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবেন।

গতকাল সিনেটের এই বিশেষ অধিবেশনে ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর শহীদ উদ্দীন আহমদ সভাপতিত্ব করেন। তিনি তার নিয়োগকালীন ও পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পাসের বিরাজমান পরিস্থিতি সভায় ব্যাখ্যা করেন।

নির্বাচন শেষে বিজয়ী ভিসি প্যানেলের তিনজন শিক্ষক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী, প্রফেসর এ টি এম জহুরুল হক ও প্রফেসর শাহাদাত আলী উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

বিজয়ী প্যানেলের পক্ষ থেকে প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী বলেন, আমাদের অঙ্গীকার সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মেধার লালন, জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণ এবং সর্বোপরি একবিংশ শতাব্দীর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ছাত্রদের গড়ে তোলা।

প্রফেসর আজাদ চৌধুরী বলেন, ঢাকা ভার্সিটি জাতিকে দিক নির্দেশ দেবে। নির্বাচিত হবার অনুভূতি সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা গণতন্ত্রের চর্চা করি। যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন (সাদা প্যানেল) তারাও দেশকে পরিচালিত করতে পারেন। কিন্তু আমরা গণতন্ত্রের চর্চা করি। আমরা একসঙ্গে কাজ করব। নতুন ভাইস চ্যান্সেলর যিনি হবেন তার সঙ্গে সাবেক ভাইস চ্যান্সেলরের পার্থক্য কি হবে এ প্রশ্ন করা হলে জনাব চৌধুরী বলেন, অবশ্যই আমাদের ব্যতিক্রমী দর্শন আছে, থাকবে। তিনি বলেন, মূল দৃষ্টিভঙ্গি এক থাকলেও কর্মপদ্ধতি ভিন্ন থাকে। থাকে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। আগের প্রশাসনের চেয়ে আমাদের পার্থক্য হচ্ছে আমরা প্রশাসনের স্বচ্ছতা চাই। সেটাই হবে একমাত্র মাপকাঠি।

আপনি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এ ক্ষেত্রে ভাইস চ্যান্সেলর হলে আপনার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে কিনা—এই প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী বলেন, আমরা প্রত্যেকেই রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি। তিনি বলেন, যদি আমি ভিসি হিসাবে নির্বাচিত হই তবে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কমিটি থেকে অব্যাহতি চাইব। আশা করি পাবো। তিনি বলেন, আমি এতদিন এই পদে ছিলাম। মনে হয় আমার কোন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেনি আমার রাজনৈতিক পরিচয়। যদি তাই হত তবে সর্বাধিক ভোটে আমি নির্বাচিত হতাম না।

ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে নতুন ভিসির কমিটমেন্ট কি হওয়া উচিত জানতে চাইলে তিনি বলেন, সমাজ চেতনা, শিক্ষিত ছাত্র রাজনীতি থাকবে। শিক্ষার পরিবেশ আর মুক্ত জ্ঞানের চর্চা অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রে যেমন ছাত্র রাজনীতি দরকার তাই আমি কামনা করি। প্রফেসর জহুরুল হক এবং প্রফেসর শাহাদাত আলী বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যা অনেক। তাই বড় সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তা সমাধান করাই আগামী ভিসির কাজ হবে।

সাবেক ভিসির দুর্নীতির কথা আপনারা বলেছেন, নতুন ভিসি হলে এ ব্যাপারে আপনাদের ভূমিকা কি হবে জানতে চাইলে প্রফেসর আজাদ চৌধুরী বলেন, নো কমেন্টস।